গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ভূমিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপনা নির্মাণের ফলে সৃষ্ট ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার স্থান	:	Zoom Platform
তারিখ ও সময়	:	২৪ জানুয়ারি ২০২২, বিকাল ০৩.০০টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

১। সভার আলোচনা:

১.১ সভাপতি সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ভূমিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থাপনা ও হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত ভূমি নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। এ বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে উক্ত স্থাপনাসমূহ পার্শ্ববর্তী ভূমিতে সরিয়ে নেয়া, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপনাসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় ভূমি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। সুপরিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উভয় সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, সমঝোতা স্মারকে প্রস্তাবিত বিষয়ে উভয় সংস্থার ঐক্যমত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে, আলোচ্য বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আজকের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হয়েছে। তিনি সভাটি পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন।

১.২ সভাপতির অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী আশরাফ উদ্দীন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে উদ্ভূত মতদ্বৈততার প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম-কে অনুরোধ করেন।

১.৩ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শাব্বির ইকবাল (উপসচিব) বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে ১১ নং আন্দরকিল্লা মৌজায় বিএস জরিপ অনুযায়ী ৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৫২৫ দাগের সম্পূর্ণ ৬০.৬২ শতক জমি এবং আরএস জরিপ অনুযায়ী ৯০৩ নং খতিয়ানের ২৩৯৪, ২৩৯৫ দাগের ৬৪.২০ শতক ভূমির রেকর্ডীয় মালিক চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ। উক্ত স্থানের মোট ১২.০২ শতক ভূমিতে জেলা পরিষদ কর্মচারী কোয়ার্টার রয়েছে এবং ৮.৬০ শতক ভূমিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া, ৪০.০০ শতক ভূমি খালি রয়েছে। উক্ত স্থানের প্রধান সড়কের সামনেই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও কার্যালয় অবস্থিত। জেলা পরিষদের আবাসিক ভবনসমূহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হাসপাতালের পিছনে অবস্থিত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থাপনাসমূহ জেলা পরিষদের সম্মুখভাগ জুড়ে হওয়ায় অবশিষ্ট ভূমিতে জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৯৫ সালে জেলা পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত ভূমিতে প্রাণিসম্পদ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উক্ত দাগের ২১.০০(একুশ) শতক জায়গা সরকারি মৌজা রেইট অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ১,১২,৭৮,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু, তৎকালীন সময়ে ২১.০০ শতক জায়গার প্রকৃত মৌজামূল্য ছিল ৩,৮৮,৭৮,৫৮১.০০ টাকা। সে প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের পক্ষ হতে অবশিষ্ট (৩,৮৮,৭৮,৫৮১.০০+১,১২,৭৮,০০০)=২,৭৬,০০,৫৮১ টাকা পরিশোধের জন্য বারংবার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত অর্থ পরিশোধ না করায় উভয় সংস্থার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা নিরসনকল্পে ২৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. সেলিনা আফরোজা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (উপজেলা)-কে আহ্বায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করে:

ক্রমিক	সুপারিশ
(ক)	থানা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের পুরাতন একতলা ভবন এবং জেলা প্রাণি হাসপাতালের তিনতলা পুরাতন ভবনের সমআয়তনের একটি ভবন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ নিজ খরচে জমির দক্ষিণ-পূর্ব অংশে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের জন্য নির্মাণ করে দিবে। উক্ত ভবন জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগকে হস্তান্তর করার পর জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থানা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের পুরাতন একতলা ভবন এবং জেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালের তিনতলা পুরাতন ভবন ৬০ দিনের মধ্যে নিজ খরচে অপসারণ করে খালি জায়গা জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এর নিকট হস্তান্তর করবে।
(খ)	চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ নিজ খরচে যে ভবনটি নির্মাণ করে দেবে, সে ভবনের সামনে গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য শেড নির্মাণের লক্ষ্যে যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন, সে পরিমাণ জমি খালি রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
(গ)	জেলা পরিষদের অর্থায়নে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের জন্য নব নির্মিতব্য ভবন ও তার সামনের খালি জায়গা মিলে যে পরিমাণ জায়গা প্রাণিসম্পদ বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হবে, সে পরিমাণ জায়গা জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ নিজ খরচে জেলা পরিষদের নিকট হতে রেজিস্ট্রেশন করে দিবে।

সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারকে জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম-কে বিরোধীয় ভূমির দক্ষিণ-পূর্ব অংশে স্থাপনা, শেড ও রাস্তা বাবদ ১০.৫০ শতক ভূমি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করতে প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান মৌজা রেইট অনুযায়ী এ ভূমির মূল্য ২,২৮,৬০,৬০০.০০ টাকা। এছাড়া, বর্তমানে বিদ্যমান ২টি স্থাপনার সমআয়তনের একটি স্থাপনা (৯,৩৮২.৬৭ বর্গফুট) নির্মাণ বাবদ প্রতি বর্গফুট ৪,০০০.০০ টাকা হিসেবে প্রায় ৩,৭৫,৩০,৬৮০ টাকা প্রয়োজন হবে। ফলে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রস্তাবিত সম্ভাব্য ব্যয় আনুমানিক মোট ৬,২৮,৬০,৬০০.০০ টাকা প্রয়োজন হবে, যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিশোধিত ১,১২,৭৮,০০০.০০ টাকা হতে অনেক বেশি।

১.৪ জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যালয়, হাসপাতাল, শেড ও সড়কসমূহ একপাশে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হলে, বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ফটকসহ কার্যালয়সমূহ পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিনের এ সমস্যাটি আন্তরিকতার সাথে নিষ্পত্তির জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

১.৫ ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বলেন, বিরোধিত ভূমিটি ১৮৯৩ সালে অধিগ্রহণ করা হয়, যা নিষ্কর ছিল। উক্ত স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য বিভিন্ন সময়ে পশু হাসপাতাল, পশু রাখার জন্য শেড নির্মাণ করা হয়। এ হাসপাতাল হতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের খামারিরা উপকৃত হচ্ছেন। বিরোধিত ভূমির ৬৪.০০ শতক জায়গাই এক সময়ে পশু হাসাপাতালের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে ২১.০০ শতক ভূমি হস্তান্তরের জন্যই ১,১২,৭৮,০০০.০০ টাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়। বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ অক্ষুণ্ন রেখে পশু হাসপাতাল, পশু রাখার জন্য শেড নির্মাণ, সড়ক ইত্যাদির জন্য মোট ২১.০০ শতাংশ ভূমির সংস্থান রাখার জন্য তিনি দাবী করেন।

১.৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী বলেন, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পূর্বে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বোর্ড স্কুলসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভুক্ত ছিল। জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড এর বিষয়ে কেউ কখনও আপত্তি দাখিল করেনি। একইভাবে ১৮৯৩ সালে এ ভূমি অধিগ্রহণের গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। হাসপাতালটি পরিচালনা/ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় জেলা পরিষদকে। এক্ষেত্রে এ ভূমির মালিকানা কীভাবে জেলা পরিষদের হল, এ বিষয়ে আইনগত বিষয় যাচাই করা প্রয়োজন। এছাড়া, পরবর্তীতে উক্ত ভূমিতে জেলা পরিষদ কর্তৃক কিছু ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থাপনা নির্মাণের কারণে ক্ষতিপূরণবাবদ কিছু অর্থ জেলা পরিষদের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু, অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার করা যাবে না। ফলে এ ভূমিতে জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক কোন আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা বিধিসম্মত হবে না। এ ভূমি পশু চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব না হলে, তা সরকারের নিকট ফেরৎ যাবে। ১৮৯৩ সালে ভূমি অধিগ্রহণকালে জেলা পরিষদের তৎকালীন কাঠামো এবং বর্তমান কাঠামো একই রকম ছিল না। তিনি জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এর অনুকূলে উক্ত ভূমির মালিকানা দাবীর গ্রহণযোগ্যতা নেই মর্মে উল্লেখ করেন।

১.৭ সভাপতি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ বলেন, বিরোধীয় জমির মালিকানা নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আপত্তি উত্থাপন করেছেন। ফলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সমীচীন হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-সহ সংযুক্ত সকলে এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

২.০ **সভার সিদ্ধান্ত:**

সভায় সকলের বক্তব্য গ্রহণ শেষে সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	বর্ণিত ভূমির মালিকানা নিয়ে জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ হওয়ায়, যথাযথ আদালতের মাধ্যমে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন।	জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৭/২/২০২২

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

নম্বর ৪৬.০০.১৫০০.০৪২.৯৯.০১৮.২০২০.**২৮৯/১(১০)**

তারিখ: ২৪ মাঘ ১৪২৮ / ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো]

৭/২/২২

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৫৫৬৮
ই-মেইল: lgzp@lgd.gov.bd